যুগান্তর

তারিখ 12 JUL 2007
পৃষ্ঠা ২৮ কলাম ৩

# বাংলাদেশের মেডিকেল শিক্ষায় বিদেশীদের আগ্রহ বাড়ছে

মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল

বাংলাদেশের মেডিকেল শিক্ষার প্রতি বিদেশীদের আগ্রহ বেড়েই চলেছে। দেশের বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ, ইন্সটিটিউট ও বিভিন্ন ট্রেনিং সেন্টারে এমবিবিএস, পোষ্ট গ্র্যাজুয়েশন ও স্বল্পকালীন কোর্সের জন্য প্রতি বছর বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রীর আবেদনপত্র জমা পড়ছে। সার্কভুক্ত ৭টি দেশ ছাড়াও আমেরিকা, ইংল্যান্ড, কানাডা, জর্ডান, প্যালেস্টাইনের ছাত্রছাত্রীরা মেডিকেল শিক্ষা গ্রহণ করতে বাংলাদেশে ছুটে আসছেন। স্বাস্থ্য অধিদফতর সূত্রে জানা গেছে, শুধু সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল এবং ডেন্টাল কলেজে প্রতি সেশনে কমপক্ষে সাড়ে ৩শ' ছাত্রছাত্রী ভর্তি হচ্ছে। ইন্টার্নিশিপ করতেও বিভিন্ন দেশ থেকে চিকিৎসকরা ভিড় করছেন। এছাড়া পিএইচডি ডিগ্রিধারীরা উচ্চ শিক্ষা লাভের আশায় সেন্টার ফর মেডিকেল এডুকেশনের কোর্সে ভর্তি হচ্ছেন।

- আমেরিকা, ইংল্যান্ড থেকেও ছাত্রছাত্রী আসছে
- শুধু কলেজগুলোতেই প্রতি সেশনে সাড়ে তিনশ' জন ভর্তি হচ্ছে

নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্বাস্থ্য অধিদফতরের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা যুগান্তরকে জানান, সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তির জন্য সার্কভুক্ত বিভিন্ন দেশের শীর্ষস্থানীয় মন্ত্রীরা পর্যন্ত তদবির করছেন। কারণ সার্কভুক্ত দেশের ছাত্রছাত্রীরা বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীদের মতো কম টাকায় পড়াশোনা করার সুযোগ পান। তবে স্বাস্থ্য অধিদফতর শুধু মেধার ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করছেন। জানা গেছে, মালয়েশিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশের প্রতিনিধিরা এদেশে এসে তাদের ছাত্রছাত্রী ভর্তির ব্যাপারে অনুরোধ জানিয়েছেন।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক চিকিৎসা, শিক্ষা ও জনশক্তি উন্নয়ন প্রফেসর ডা. খন্দকার মোঃ শিফায়েতউল্লাহ যুগান্তরকে জানান, মেডিকেলে হাতে-কলমে ভালো শিক্ষাদানের বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের গ্রহণ যোগ্যতা বহুলাংশে বেড়েছে। বাংলাদেশে ক্লিনিক্যাল বেইজড পদ্ধতিতে পড়াশোনা করানো হয়। তিনি বলেন, এদেশের মতো বিশ্বের আর কোন দেশে এত বেশি রোগী নেই। পড়াশোনার প্যাপাপাশি হাতে-কলমে শিক্ষা লাভের ভালো সুযোগ পাওয়ায় বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে।

স্বাস্থ্য অধিদফতর সূত্রে জানা গেছে, দেশের ১৪টি সরকারি মেডিকেল কলেজে প্রতি বছর

আগ্রহ : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৪

## আগ্রহ : মেডিকেল শিক্ষায়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

মোট ৮০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে সার্কভুক্ত ৭টি দেশের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ৫০টি ও নন-সার্কভুক্ত দেশের জন্য ৩০টি সিটের কোটা রয়েছে। সার্কভুক্ত দেশের ছাত্রছাত্রীরা খুব কম খরচে পড়াশোনার সুযোগ পেলেও নন-সার্কভুক্ত দেশের ছাত্রছাত্রীদের প্রতি বছরের জন্য ২ হাজার মার্কিন ডলার পরিশোধ করতে হয়। নন-সার্কভুক্ত দেশের ছাত্রছাত্রীরা ঢামেক, সলিমুল্লাহ, বেগম খালেদা জিয়া ও ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা করছেন।

জানা গেছে, মেডিকেল কলেজে ভর্তির সার্কুলেশন দেয়ার পর ভর্তি বিজ্ঞপ্তিটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের দূতাবাসে পাঠানো হয়। দূতাবাসের মাধ্যমেই ছাত্রছাত্রীরা আবেদনপত্র পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠান। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আবেদনপত্র স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর পর সেখান থেকে তা অধিদফতরে পাঠানো হয়। মেধারভিত্তিতে যাচাই-বাছাই করে কোটা অনুসারে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়।

সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর মধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজে পড়াশোনার প্রতি ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আগ্রহ বেশি। সার্কভুক্ত বিভিন্ন দেশের ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াত সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ দেয়া হয়।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে টিউশন ফি বাবদ ১৫-২০ লাখ টাকা নেয়া হয়।

জানা গেছে, দেশের বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর মধ্যে চট্টগ্রামে জাতীয় অধ্যাপক নুরুল ইসলামের ইউএসটিসি মেডিকেল কলেজে সবচেয়ে বেশি ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করেন।